কিতাবুল ফিতান

(শেষ খণ্ড)

সংকলক

ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀

(ইমাম বুখারি ﵀-র শিক্ষক)

অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

মুফতি মাহ্‌দী খান

দাওরায়ে হাদিস, ইসলামি আইন ও ফিকহ্,
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

তাহকিক

শাইখ আহমাদ রিফআত

জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

সম্পাদনা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

ইফতা, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

কিতাবুল ফিতান (শেষ খণ্ড)
ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀
অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মুফতি মাহ্দী খান
তাহকিক : শাইখ আহমাদ রিফআত

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯। বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৭২১৭৫৭১৭, ০১৯৭৩১৭৫৭১৭

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০২০ ইং

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
niyamahshop.com
pothikshop.com
al furqanshop.com
Islamicboighor.com

মুদ্রিত মূল্য : ৬০০/-

সূচিপত্র

আমাক নিয়ে অবশিষ্ট কথা..... ৬২
ইস্কান্দারিয়া, মিশরের অধঃপতন ও মিশরের আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে.... ৬৬
দাজ্জালের আগমনের ব্যাপারে মানুষের নিকট যে খবর এসেছে ৭৬
দাজ্জাল বের হওয়ার আগের নিদর্শন ৮৫
দাজ্জাল যেখান থেকে বের হবে ৯৯
দাজ্জালের আবির্ভাব ও তার আকৃতি এবং দাজ্জালের ফাসাদ বিপর্যয় ১০৪
দাজ্জালের আবির্ভাব ও তার আকৃতি এবং দাজ্জালের হাতে
যেসব ফাসাদ সংঘটিত হবে..... ১৩৬
দাজ্জালের স্থায়ীত্বকাল..... ১৪০
দাজ্জাল থেকে প্রতিরক্ষা..... ১৪৮
দাজ্জাল থেকে পরিত্রাণের ঘাঁটি..... ১৫৫
ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব ১৮১
ভুমিধ্বস, ভুমিকম্প এবং আকৃতি বিকৃতি ২১৮
এমন আগুন—যা শামের মানুষকে একত্রিত করবে..... ২৪৪
কিয়ামতের নিদর্শন ২৫৯
পশ্চিমে সূর্যোদয়ের পরবর্তিতে কিয়ামতের আলামত..... ২৬৫
পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ২৯০
দাব্বাতুল আরদের আগমন..... ২৯৭
হাবশিদের আগমন ৩১১
তুর্কি জাতি ৩২১
বছর, মাস, যুগ থেকে ফিতনার সময় সম্পর্কে ৩৩৬

কিতাবুল ফিতান : ৪

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: تَغْزُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ ثَلاثَ غَزَوَاتٍ، فَأَمَّا غَزْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَتَلْقَوْنَ بَلاءً وَشِدَّةً، وَالْغَزْوَةُ الثَّانِيَةُ يَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ صُلْحٌ، حَتَّى يَبْتَنِيَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ الْمَسَاجِدَ، وَيَغْزُونَ مَعَهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا، وَالْغَزْوَةُ الثَّالِثَةُ يَفْتَحُهَا اللَّهُ لَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ، فَتَكُونُ عَلَى ثَلاثِ أَثْلاثٍ، يُخَرَّبُ ثُلُثُهَا، وَيُحْرَقُ ثُلُثُهَا، وَيَقْسِمُونَ الثُّلُثَ الْبَاقِي كَيْلا.

[১৩২৬] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, তোমরা কুস্তনতুনিয়া এলাকায় তিন ধরনের যুদ্ধ সংগঠিত হতে দেখবে। এক প্রকারের যুদ্ধ হচ্ছে—যার মধ্যে তোমরা বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হবে। দ্বিতীয় যুদ্ধ—তোমাদের মধ্যে এবং তাদের সঙ্গে চুক্তি হবে। একপর্যায়ে মুসলমানরা সেখানে মসজিদ স্থাপন করবে এবং কুস্তনতুনিয়ার পিছনে থেকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, এরপর তারা সেদিকে ফিরে যেতে থাকবে। তৃতীয় যুদ্ধ হচ্ছে—যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তাকবিরের মাধ্যমে বিজয়ী করবেন। যেটা মোট তিনবার হবে। এক তৃতীয়াংশ বিরাণ হয়ে যাবে, আরেক তৃতীয়াংশ ডুবে মারা যাবে। বাকি এক তৃতীয়াংশ বিভিন্ন ধরনের ধাতব্য বস্তু বণ্টন করবে।[১]

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ وَيُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: الإِسْكَنْدَرِيَّةُ وَمَلاحِمُ الأَعْمَاقِ عَلَى يَدَيْ طَبَارِسَ بْنِ أسطينان بْنِ الأَخْرَمِ بْنِ قُسْطَنْطِينَ بْنِ هِرَقْلَ، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَنَّهَ، بِرُومِيَةَ.

[১৩২৭] আবু কাবিল ও ইয়াসির ইবনু আমর রাহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তারা বলেন, ইস্কান্দারিয়া এবং আমাকের যুদ্ধ সংগঠিত হবে তাবারিস ইবনু আসতিনান ইবনু আখরাম ইবনু কুস্তানতিন ইবনু হিরাকলের হাতে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি শুনতে পেয়েছি যে, নিঃসন্দেহে সে লোক হবে রোমবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।[২]

حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ وَرِشْدِينُ، جميعا عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ حَيْوِيلِ بْنِ شَرَاحِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ

[১] মাওকুফ, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।
[২] মাকতু, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

الأَنْدَلُسِ يَأْتُونَ فِي الْبَحْرِ، وَإِنَّ طُولَ سُفُنِهِمْ فِي الْبَحْرِ خَمْسُونَ مِيلا، وَعَرْضُهَا ثَلاثَةَ عَشَرَ مِيلا، حَتَّى يَنْزِلُوا فِي الأَعْمَاقِ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

[১৩২৮] হাওয়িল ইবনু শারাহিল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে আন্দালুসবাসী সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আসবে। সমুদ্রে তাদের জাহাজের দৈর্ঘ থাকবে পঞ্চাশ মাইল এবং প্রস্থ থাকবে তেরো মাইল। একপর্যায়ে তারা আমাক নামক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। বর্ণনাকারী ইবনু ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সেটা জলে-স্থলে উভয় স্থানে হবে।[৩]

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَجُلا، مِنْ أَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَنْدَلُسِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْعُرْفِ، يَجْمَعُ مِنْ قَبَائِلِ الشِّرْكِ جَمْعًا عَظِيمًا يَعْرِفُ مَنْ بِالأَنْدَلُسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ لا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِمْ، فَيَهْرُبُ مَنْ بِهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَسِيرُ أَهْلُ الْقُوَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي السُّفُنِ إِلَى طَنْجَةَ، وَيَبْقَى ضُعَفَاؤُهُمْ وَجَمَاعَتُهُمْ لَيْسَ لَهُمْ سُفُنٌ يُجِيزُونَ فِيهَا، قَالَ: فَيَبْعَثُ اللَّهُ لَهُمْ وَعْلا، فَيُيَسِّرُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ فِي الْبَحْرِ طَرِيقًا فَيُجِيزُونَهُ، فَيَفْطَنُ لَهُ النَّاسُ فَيَتَّبِعُونَ الْوَعِلَ، وَيُجِيزُونَ عَلَى أَثَرِهِ، ثُمَّ يَعُودُ الْبَحْرُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَيُجِيزُ الْعَدُوُّ فِي الْمَرَاكِبِ فِي طَلَبِهِمْ، فَإِذَا عَلِمَ بِهِمْ أَهْلُ إِفْرِيقِيَّةَ خَرَجُوا، وَمَنْ كَانَ بِالأَنْدَلُسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَقْدَمُوا مِصْرَ، وَيَتْبَعُهُمُ الْعَدُوُّ حَتَّى يَنْزِلُوا مَا بَيْنَ مَرْيُوطَ إِلَى الأَهْرَامِ، مَسِيرَةَ خَمْسَةِ أَبْرُدٍ، فَتَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَايَةُ الْمُسْلِمِينَ، فَيَنْصُرُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَيَهْزِمُونَهُمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ إِلَى لُوبِيَةَ مَسِيرَةَ عَشْرِ لَيَالٍ قَتْلا، فَيَنْقِلُ أَهْلُ مِصْرَ أَمْتِعَتَهُمْ بِعَجَلِهِمْ وَأَدَاتِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ، فَيَهْرُبُ ذُو الْعُرْفِ وَمَعَهُ كِتَابٌ كُتِبَ لَهُ، أَلا يَنْظُرُ فِيهِ حَتَّى يَقْدَمَ مِصْرَ، فَيَنْظُرُ فِيهِ وَهُوَ مُنْهَزِمٌ فَيَجِدُ فِيهِ ذِكْرَ الإِسْلامِ، وَيُؤْمَرُ بِالدُّخُولِ فِيهِ، فَيَسْأَلُ الأَمَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى مَنْ أَجَابَهُ إِلَى الإِسْلامِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَيُسْلِمُ

[৩] মাওকুফ, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

وَيَصِيرُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الثَّانِي أَقْبَلَ مِنَ الْحَبَشَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ إِسِيسٌ أَوْ أُسَيْسٌ، وَقَدْ جَمَعَ جَمْعًا عَظِيمًا، فَيَهْرُبُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ مِنْ أُسْوانَ حَتَّى لا يَبْقَى بِهَا وَلا فِيمَا دُونَهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا قَدَمَ الْفُسْطَاطَ، وَتَسِيرُ الْحَبَشَةُ حَتَّى يَنْزِلُوا مَنْفَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بِرَايَاتِهِمْ فَيَنْصُرُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَيُقَاتِلُونَهُمْ وَيَأْسِرُونَهُمْ، فَيُبَاعُ الأَسْوَدُ يَوْمَئِذٍ بِعَبَاءَةٍ.

[১৩২৯] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত— আন্দালুসে মুসলমানদের দুশমনদের একজন লোক থাকবে, যাকে যুল-উরফ বলা হবে। মুশরিক গোত্রের লোকজন ব্যাপকভাবে জমায়েত হবে। আন্দালুসের মুসলমানদের মাঝে এ কথা প্রসিদ্ধ থাকবে যে, মুসলমানদের তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি নেই। যার কারণে অনেক মুসলমান পলায়ন করবে, ফলে শক্তিশালী মুসলমানগণ জাহাজের মাধ্যমে তানজাহ[৪] নামক এলাকার দিকে চলে যেতে থাকবে এবং মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলরাই একমাত্র থাকবে, তাদের জামাআতের মাঝে যাদের কোনো জাহাজ থাকবে না তারা সে এলাকা অতিক্রম করে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য বন্যপ্রাণী প্রেরণ করবেন, যার কারণে আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের মধ্যে তাদের জন্য একটা সহজ পথ বের করে দিবেন, যার মাধ্যমে তারা সমুদ্র অতিক্রম করতে পারবে, যা লোকজন খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তারা বন্য প্রাণীর অনুসরণ করবে এবং তার অনুসরণ করে চলতে থাকবে, অতঃপর সমুদ্রের মাধ্যমে তারা আবারো ফিরে আসবে এবং দুশমন তাদেরকে বাহনের উপর সওয়ার হয়ে হন্য হয়ে খুঁজতে থাকবে। এ কথা আফ্রিকাবাসী জানার পর তারা বের হয়ে আসবে এবং তাদের সঙ্গে আন্দালুসের মুসলমানগণও বের হয়ে আসবে। একপর্যায়ে তারা মিশরে পৌঁছে যাবে এবং দুশমনরা তাদের পিছু নিবে। যার কারণে তারা আহরাম থেকে পাঁচ মাইলের দূরত্বে থাকা মারবুত নামক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। তারা সেখানে অবস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের পতাকা হাতে একদল লোক এগিয়ে আসবে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন, এতে কাফেররা মারাত্মকভাবে পরাজিত হবে। মুসলমানগণ ওবিয়্যাহ এলাকা পর্যন্ত প্রায় দশ মাইল এলাকা বিস্তৃত অবধি তাদেরকে ধাওয়া করে হত্যা করবে। মিশরবাসীরা দীর্ঘ সাত বৎসর পর্যন্ত তাদের সরঞ্জাম ও রসদপত্র বহন করতে থাকবে। একপর্যায়ে যুল-উরফ নামক লোকটি পলায়ন করবে। তার সঙ্গে একটি

[৪] উত্তর পশ্চিম মরোক্কোর একটি উপকূলীয় নগরী। ইংরেজি নাম Tangier–সম্পাদক।

লিপিবদ্ধ চিঠি থাকবে, যা না দেখেই সে মিশরে ফিরে আসবে। তখন চিঠিটা খুলে দেখবে, তবে তখন সে হবে একজন পরাজিত শাসক। তখন উল্লিখিত চিঠিতে ইসলাম ধর্মের আলোচনা এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা দেখতে পাবে। এ কথা লিখিত পাওয়ার পর সে মুসলমানদের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে, সঙ্গে সঙ্গে যারা তার আবেদনে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের জন্যও নিরাপত্তা চাইবে। ফলে সে ইসলাম কবুল করতঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এর পরের বৎসর হাব্শা এলাকা থেকে একজন লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। যাকে বলা হবে ইসইয়াস, কিংবা উসাইস। সে বিশাল একদল সৈন্যের সমাগম করবে। যা অবলোকন করতঃ মুসলমানগণ আসওয়ান[৫] এলাকা থেকে পলায়ন করে চলে যাবে। যার কারণে সেখানে এবং তার আশেপাশে কোনো মুসলমানকে পাওয়া যাবে না। তারা ফুসতাতে চলে যাবে। হাবশার অধিবাসীরাও সে অঞ্চল ছেড়ে মান্ফ[৬] নগরীতে গিয়ে পৌঁছবে। কিছুদিন পর মুসলমানগণ সুসংগঠিত হয়ে পতাকা সহকারে এগিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। ফলে তাদের সঙ্গে কঠিন এক যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানরা জয়লাভ করবে। সেদিন একেকজন হাবশিকে একটি জামার বিনিময়ে বিক্রি করা হবে।[৭]

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَابْنُ وَهْبٍ ورشدين، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَنْبِيِّ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: لَيَلْحَقَنَّ مِنَ الْعَرَبِ بِالرُّومِ قَبَائِلُ بِأَسْرِهَا، قُلْتُ: وَمَا أَسْرُهَا؟ قَالَ: بِرُعَاتِهَا وَكِلابِهَا. فَقَالَ لَهُ سُلَيْمُ بْنُ عُمَيْرٍ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَقَامَ مُغْضَبًا فَقَالَ: قَدْ شَاءَ اللهُ وَكَتَبَهُ.

[১৩৩০] আবু মুহাম্মাদ আল-জিন্নি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছেন, আরব মুসলমানদের বিশাল একদল পুরোপুরিভাবে রোম বাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। আমি পুরোপুরিভাবে কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের দানা-পানি, জায়গা-জমিন সবকিছুসহ। তার কথা শুনে সুলাইম ইবনু উমাইর রাহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, হে আবু মুহাম্মাদ! ইনশাআল্লাহ, একথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি

[৫] দক্ষিণ মিসরের একটি শহর।-সম্পাদক

[৬] এটি মিসরের ধ্বংসপ্রাপ্ত মেম্ফিস শহর।-সম্পাদক

[৭] মাওকুফ, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

রাগান্বীত হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলবেন, হয়তোবা আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করেছেন এবং লিপিবদ্ধও করে ফেলেছেন![৮]

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: إِذَا عُبِدَتْ ذُو الْخَلَصَةِ، كَانَ ظُهُورُ الرُّومِ عَلَى الشَّامِ.

[১৩৩১] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, যখন মানুষ যুল খালাছা নামক মূর্তির উপাসনা করতে থাকবে, তখনই শামবাসীর ওপর রোমবাহিনী জয়লাভ করবে।[৯]

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَتِ الْمَلاحِمُ خَرَجَ بَعْثٌ مِنْ دِمَشْقَ مِنَ الْمَوَالِي، هُمْ أَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا، وَأَجْوَدُهُ سِلاحًا، يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ.

[১৩৩২] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে, তখন দামেশক নগরী থেকে বিরাট একদল মিত্রসেনার আত্মপ্রকাশ হবে। তখন তারাই হবে আরবের সবচেয়ে উত্তম অশ্বারোহী এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মূলতঃ দীন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি বা সাহায্য করবেন।[১০]

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ جَنَاحٍ، عَنِ ابْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: لَوْلا لَغَطُ أَهْلِ رُومِيَّةَ لَسَمِعْتُمْ وَجْبَةَ الشَّمْسِ إِذَا وَجَبَتْ.

[১৩৩৩] কাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রোমীবাসীরা পথভ্রষ্ট না হলে সূর্যের অস্ত যাওয়ার কথা অবশ্যই শুনতে পাবে।[১১]

নোট: আমরা আগেও বলেছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের রোম মানে বর্তমানের ইতালি বা ইউরোপ। তারা আজ যদিও নিজেদেরকে খ্রিষ্টান

---

[৮] মাওকুফ, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

[৯] মাওকুফ, সহিহ।

[১০] মারফু, সহিহ। মুসনাদে শামিয়্যিন।

[১১] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন।

আস সিহাহ : ২/২৩২ অবলম্বনে।–সম্পাদক

দাবি করে, কিন্তু তাদের মাঝে সেই খ্রিষ্টানত্ব তো নেই-ই। আজ তারা কোনো ধর্মেরই নয়। আজ এরা সবাই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারক বাহক। হাদিস থেকে বোঝা যায়, তারা তাদের ধর্মের মৌলিকত্ব অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে।

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَدِينَةٍ كَانَتْ لِلنَّصْرَانِيَّةِ رُومِيَّةُ، وَلَوْلا كُفْرُ أَهْلِهَا لَسَمِعَ أَهْلُهَا صَلِيلَ الشَّمْسِ حِينَ تَخِرُّ.

[১৩৩৪] কাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, খ্রিষ্টানদের সর্বপ্রথম শহর হচ্ছে রোম। উক্ত এলাকার লোকজন কাফের না হলে নিঃসন্দেহে সূর্যে পতিত হবার আওয়াজ শুনতে পারতো।[১২]

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، ثُمَّ تَغْزُونَ رُومِيَّةَ فَيَفْتَحُهَا اهُوي عَلَيْكُمْ. قَالَ أَبُو قَبِيلٍ: وَيْلِ إِفْرِيقِيَّةَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُدْعَى مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدٍ، يَكُونُ بَعْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُقَالُ لَهُ إِصْبَعُ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ صَاحِبُ رُومِيَّةَ، وَهُوَ الَّذِي يَفْتَحُهَا.

[১৩৩৫] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, প্রথমে কুস্তনতুনিয়া নামক এলাকা জয়লাভ করা হবে, অতঃপর রোমবাহিনীর সঙ্গে ভয়াবহ এক যুদ্ধ হবে, সে যুদ্ধে রোমবাহিনী মুসলমানদের বিপক্ষে জয়লাভ করবে। হাদিস বর্ণনাকারী আবু কাবিল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ নামক এক লোক আফ্রিকার শাসক নিযুক্ত হবে, যিনি ইয়ামানের অধিবাসী। এরপর আরেকজন বনু হাশেম থেকে আত্মপ্রকাশ করবে, যার নাম হবে ইসবা ইবনু ইয়াযিদ। সে হবে রোম বাহিনীর নেতৃত্ব দানকারী, তার হাতেই রোমের বিজয় নিশ্চিত হবে।[১৩]

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ حِمْيَرَ، قَالَ: لَيَكُونَنَّ لَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ بِهَذِهِ الرَّمْلَةِ، رَمْلَةِ إِفْرِيقِيَّةَ، يَوْمَ تُقْبِلُ الرُّومُ فِي

[১২] মাকতু, যয়িফ। সনদে দুর্বল রাবি ইবনু লাহিয়াহ আছেন। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন।
[১৩] মাকতু, যয়িফ। সনদে দুর্বল রাবি ইবনু লাহিয়াহ রয়েছেন।

ثَمَانِمِائَةِ أَلْفِ سَفِينَةٍ، فَيُقَاتِلُونَكُمْ عَلَى هَذِهِ الرَّمْلَةِ، ثُمَّ يَهْزِمُهُمُ اللَّهُ، فَتَأْخُذُونَ سُفُنَهُمْ فَتَرْكَبُوا بِهَا إِلَى رُومِيَّةَ، فَإِذَا أَتَيْتُمُوهَا كَبَّرْتُمْ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، وَيَرْتَجُّ الْحِصْنُ مِنْ تَكْبِيرِكُمْ فَيَنْهَارَ فِي الثَّالِثَةِ قَدْرُ مِيلٍ، فَيَدْخُلُونَهَا، فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَمَامَةً تَغْشَاهُمْ، فَلا تُنَهْنِهُكُمْ حَتَّى تَدْخُلُوهَا، فَلا تَنْجَلِي تِلْكَ الْغَبَرَةُ حَتَّى تَكُونُوا عَلَى فُرُشِهِمْ.

[১৩৩৬] বকর ইবনু সাওয়াদা রাহিমাহুল্লাহ হিমইয়ারের জনৈক শাইখ থেকে বর্ণনা করেন—তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর এই আফ্রিকী বালুময় ভূখন্ডে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের দুশমনের যুদ্ধ হবে। সেদিন রোম বাহিনী আটশত জাহাজে করে তোমাদের দিকে ধেয়ে আসবে এবং এ রামলা এলাকায় তোমাদের সঙ্গে তাদের তীব্র যুদ্ধ হবে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরাজিত করবেন। অতঃপর তাদের জাহাজগুলো তোমরা নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নিবে এবং তার উপর আরোহনপূর্বক তোমরা রোমিয়ার দিকে যেতে থাকবে। সেখানে এসে তোমরা তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। তোমাদের তাকবিরের আওয়াজে তাদের কেল্লা কেঁপে উঠবে। যার কারণে তৃতীয় তাকবিরে প্রায় একমাইল পরিমাণ ঝর্ণা প্রবাহিত হবে, যেটা দিয়ে তোমরা প্রবেশ করবে। একপর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর একটি মেঘমালা দ্বারা ছায়া দান করবেন। যা দ্বারা তোমাদের আর কোনো কষ্ট-ক্লেশ থাকবে না। এ অবস্থা তোমরা তোমাদের বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত বাকি থাকবে।[১৪]

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: الْمَلاحِمُ خَمْسٌ، مَضَى مِنْهَا ثِنْتَانِ، وَبَقِيَ ثَلاثٌ، فَأَوَّلُهُنَّ مَلْحَمَةُ التُّرْكِ بِالْجَزِيرَةِ، ومَلْحَمَةُ الأَعْمَاقِ، ومَلْحَمَةُ الدَّجَّالِ، لَيْسَ بَعْدَهَا مَلْحَمَةٌ.

[১৩৩৭] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, সর্বমোট পাঁচটি মহাযুদ্ধ হবে। তার থেকে দুইটি অতিবাহিত হলেও তিনটি এখনো বাকি আছে। তার প্রথম হচ্ছে—জাজিরার মালিকানা নিয়ে তুর্কিদের

[১৪] মাকতু, যয়িফ। সনদে দুর্বল রাবি ইবনু লাহিয়াহ রয়েছেন।

সঙ্গে যুদ্ধ। দ্বিতীয়টি হল—আমাক এলাকার যুদ্ধ। তৃতীয় এবং সর্বশেষ যুদ্ধ হচ্ছে—দাজ্জালের সঙ্গে সংগঠিত হওয়া যুদ্ধ। যার পরে আর কোনো যুদ্ধ হবে না।[১৫]

নোট: হাদিসে বর্ণিত সর্বশেষ তিনটি যুদ্ধেরও জাজিরার মালিকানার যুদ্ধ হয়েছে বলা যায় আরব ইসরাইল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। আমাকের যুদ্ধ এবং দাজ্জালের যুদ্ধ হয়তো সামনে সংঘটিত হবে। হাদিসের বিশ্বযুদ্ধের ভাগ থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হিসেবে যেসব যুদ্ধ চিনি, এসব যুদ্ধ তা থেকে ভিন্নতর হবে।

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَلَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: يَنْشَأُ فِي الرُّومِ غُلامٌ يَشِبُّ فِي السَّنَةِ شَبَابَ الْغُلامِ فِي عَشْرِ سِنِينَ، فَيَكُونُ بِأَرْضِ الرُّومِ تُمَلِّكُهُ الرُّومُ فِي أَنْفُسِهَا، فَيَقُولُ : حَتَّى مَتَى وَقَدْ غَلَبَنَا هَؤُلاءِ عَلَى مَكَانٍ مِنْ أَرْضِنَا؟ لأَخْرُجَنَّ فَلأُقَاتِلَنَّهُمْ حَتَّى أَغْلِبَهُمْ عَلَى مَا غَلَبُوا أَوْ يَغْلِبُونِي عَلَى مَا بَقِيَ تَحْتَ قَدَمَيَّ، فَيَخْرُجُ فِي سَبْعَةِ آلافِ سَفِينَةٍ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ عَكَّا وَالْعَرِيشِ، ثُمَّ يَضْرِمُ النَّارَ فِي سُفُنِهِ، فَيَخْرُجُ أَهْلُ مِصْرَ مِنْ مِصْرَ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الشَّامِ ، حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، لَلْحَبْلُ وَالْقَتَبُ يَوْمَئِذٍ أَحَبُّ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَتَسْتَعِينَ الْعَرَبُ بِأَعْرَابِهَا. ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَبْلُغُوا أَعْمَاقَ أَنْطَاكِيَةَ، فَتَكُونُ أَعْظَمَ الْمَلاحِمِ حَتَّى تَخُوضَ الْخَيْلُ إِلَى ثُنَنِهَا، وَيَرْفَعُ اللَّهُ النَّصْرَ عَنْ كُلِّ حَتَّى تَقُولَ الْمَلائِكَةُ: يَا رَبِّ، أَلا تَنْصُرُ عِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَيَقُولُ: حَتَّى يُكْثِرَ شُهَدَاؤُهُمْ، فَيُقْتَلَ ثُلُثٌ، وَيَرْجِعُ ثُلُثٌ، وَيَصْبِرُ ثُلُثٌ، فَيَخْسِفُ اللَّهُ بِالثُّلُثِ الَّذِي يَرْجِعُ، وَتَقُولُ الرُّومُ: لا نَزَالُ نُقَاتِلُكُمْ حَتَّى تُخْرِجُوا إِلَيْنَا كُلَّ بَضْعَةٍ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ، فَتَخْرُجُ الْعَجَمُ، فَتَقُولُ: مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلامِ، فَذَلِكَ حِينَ يَغْضَبُ اللَّهُ ﷻ فَيَضْرِبُ بِسَيْفِهِ، وَيَطْعَنُ بِرُمْحِهِ، فَلا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلا قُتِلَ، ثُمَّ يَمْضُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ،

[১৫] মাওকুফ, যয়িফ।

لا يَمُرُّونَ عَلَى مَدِينَةٍ إِلا فَتَحُوهَا بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى يَأْتُوا مَدِينَةَ الرُّومِ فَيَجِدُونَ خَلِيجَهَا بَطْحَاءَ، فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، فَيُفْتَضُّ يَوْمَئِذٍ كَذَا وَكَذَا عَذْرَاءَ، وَتُقْسَمُ الْغَنَائِمُ مُكَايَلَةً بِالْغَرَائِرِ، ثُمَّ يَأْتِيهِمْ أَنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَرَجَ، فَيُقْبِلُونَ حَتَّى يَلْقَوْهُ بِبَيْتِ إِيلِيَاءَ، فَيَجِدُونَهُ قَدْ حُصِرَ هُنَالِكَ ثَمَانِيَةُ آلافِ امْرَأَةٍ وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ، هُمْ خَيْرُ مَنْ بَقِيَ، كَصَالِحِ مَنْ مَضَى، فَبَيْنَا هُمْ تَحْتَ ضَبَابَةٍ مِنْ غَمَامٍ إِذْ تَكَشَّفَتْ عَنْهُمُ الضَّبَابَةُ مَعَ الصُّبْحِ، فَإِذَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ.

[১৩৩৮] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, হঠাৎ করে রোমীয়দের মাঝে একজন লোকের আত্মপ্রকাশ হবে, যে পূর্ণ যৌবনে পদার্পন করেছে। যে যুবক রোমবাহিনীর মালিকানাধীন এলাকায় অবস্থানপূর্বক বলবে—অতিসত্ত্বর আমরা এদের উপর বিজয়ী হয়ে আমাদের ভুখন্ডকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিব এবং অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করব, আর যেসব এলাকা তারা আমাদের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছে সেগুলো আমরা বিজয়ী হওয়ার মাধ্যমে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিব। না হয় তারা এমনভাবে আঘাত করবে, যদ্বারা আমাদের পায়ের নিচের মাটিও দখল করে নিবে। একপর্যায়ে সে সাত হাজার জাহাজের মাধ্যমে বিশাল এক বাহিনী তৈরি করে এগিয়ে যাবে। এভাবে চলতে চলতে আরিশ এবং আক্কা নামক স্থানের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছলে তার সকল জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। তখনই মিশর থেকে মিশরবাসীরা এবং শামদেশ থেকে শামবাসীরা বের হয়ে আসবে। সকলে এসে জাজিরাতুল আরবে জমায়েত হবে। এদিন হচ্ছে সেদিন, যেদিন সম্বন্ধে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন যে, নিকৃষ্টতম দিনে আরবদের ধ্বংস অনিবার্য, যেদিন সকলে যাবতীয় রসদপত্র নিয়ে নিকটবর্তী হবে। এভাবে জমায়েত হওয়া নিজের পরিবার এবং সম্পদ থেকে পছন্দনীয় হবে। আরবরা সবধরনের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করবে। একপর্যায়ে তারা চলতে চলতে আন্তাকিয়ার আমাক এলাকায় গিয়ে পৌঁছবে। সেদিনই ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। যার কারণে ঘোড়ার অর্ধেক অংশ পর্যন্ত রক্তে ডুবে যাবে। প্রত্যেক দল থেকে আল্লাহ তায়ালা সাহায্য বন্ধ করে দিবেন। অবস্থা এমন হবে যে, ফেরেশতারা বলবে—হে আল্লাহ! আপনার মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য কি করবেন না? তাদেরকে জবাব দেওয়া হবে যে, তাদের শহিদ আরো অধিক হারে হোক। উক্ত যুদ্ধে এক তৃতীয়াংশ শহিদ হয়ে যাবে, এক তৃতীয়াংশ ফিরে যাবে এবং অন্য এক তৃতীয়াংশ ধৈর্য ধারণ করে

থাকবে। আল্লাহ তায়ালা ফিরে যাওয়া এক তৃতীয়াংশকে ধ্বসে দিবেন। এহেন পরিস্থিতিতে রোমবাহিনীরা বলবে—তোমাদের প্রত্যেক অংশ এই এলাকা ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতে থাকবো। তাদের কথা শুনে অনারবের লোকজন বলতে থাকবে, আমরা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরি কবুল করা থেকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তখনই আল্লাহ তায়ালা খুবই রাগান্বীত হয়ে উঠবেন, কাফেরদেরকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হবে এবং তীরের সাহায্যে মেরে ফেলা হবে। যার কারণে তাদের সংবাদ পৌঁছানোর জন্যও কেউ জীবিত থাকবে না। এরপর মুসলমানগণ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। প্রত্যেক শহরকে তারা আল্লাহু আকবার তাকবির দ্বারা জয় করতে থাকবে। এভাবে বিজয়ী বেশে চলতে চলতে একসময় রোমীয়দের এলাকায় এসে দেখবে, তাদের গোটা শহরের জনমানবশুন্য। ফলে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে সেটাও জয় করবে। সেদিন অসংখ্য কুমারী নারী ধর্ষিতা হবে এবং টেনে টেনে গণিমতের মাল বণ্টন করা হবে। তখনই তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছবে যে, মাসিহে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। এ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে সেদিকে দৌড় দিবে এবং বায়তুল ইলিয়া নামক স্থানে তারা দাজ্জালকে দেখতে পাবে। আর সেখানে আট হাজার নারী এবং বারো হাজার পুরুষ শহিদ হবে। তারা হচ্ছে পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম লোক। তারা হবেন অতিবাহিত হওয়া নেককার লোকদের ন্যায়। তারা এভাবে মেঘের ছায়াতলে অবস্থান করতে থাকবে, হঠাৎ সেই মেঘ সকালের দিকে কিছুটা ঘোমটা ছেড়ে বের হবে। তখন সকলে ঈসা আলাইহিস সালামকে তাদের সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।[১৬]

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَيْمٍ أَوْ أَبَا تَمِيمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي ذَرٍّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ ﷺ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَيَكُونُ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ رَجُلٌ أَخْنَسُ بِمِصْرَ، يَلِي سُلْطَانًا، يُغْلَبُ عَلَى سُلْطَانِهِ أَوْ يُنْتَزَعُ مِنْهُ، فَيَفِرُّ إِلَى الرُّومِ، فَيَأْتِي بِالرُّومِ إِلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ، فَذَلِكَ أَوَّلُ الْمَلاحِمِ.

[১৩৩৯] ইবনু আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, বনু উমাইয়ার নিকৃষ্টতম এক লোক মিশরের শাসকের উপর জয়লাভ করতঃ মিশরের শাসন

[১৬] লাইস-এর রেওয়ায়েত মাওকুফ, সহিহ। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু লাহিয়াহ-এর সমপর্যায়ের।

ক্ষমতা দখল করবে। পরবর্তীতে তার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং পূর্বের শাসক পলায়ন করে রোমের দিকে চলে যাবে। অতঃপর রোমবাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করবে। সেটিই হবে প্রথম যুদ্ধ।[১৭]

قَالَ كَعْبٌ: وَحَدَّثَنِي مَوْلًى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، سَمِعَهُ، يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتَ أَوَ سَمِعْتَ بِرَجُلٍ مِنْ أَبْنَاءِ الْجَبَابِرَةِ بِمِصْرَ، لَهُ سُلْطَانٌ يُغْلَبُ عَلَى سُلْطَانِهِ، ثُمَّ يَفِرُّ إِلَى الرُّومِ، فَذَلِكَ أَوَّلُ الْمَلاحِمِ، يَأْتِي بِالرُّومِ إِلَى أَهْلِ الإِسْلامِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَهْلَ مِصْرَ سَيُسْبَوْنَ فِيمَا أُخْبِرْنَا وَهُمْ إِخْوَانُنَا، أَحَقٌّ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَيْتَ أَهْلَ مِصْرَ قَدْ قَتَلُوا إِمَامًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَاخْرُجْ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَلا تَقْرَبِ الْقَصْرَ، فَإِنَّهُ بِهِمْ تَحِلُّ السِّبَاءُ.

[১৩৪০] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তাকে বলতে শোনা গেছে, তিনি বলেন, যখন তুমি দেখবে বা শুনতে পাবে যে, অত্যাচারী শাসকদের একজন অন্য আরেকজনের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং রোমের দিকে পলায়ন করবে, তাহলে সেটা হবে রোম বাহিনী এবং মুসলমানদের মাঝে সংগঠিত হওয়া সর্বপ্রথম যুদ্ধ। তাকে বলা হলো মিশরবাসীরা আক্রান্ত হবে, অথচ তারা আমাদের দীনি ভাই। জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ, যখন তুমি মিশরবাসীদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদের ইমামকে তাদেরই সামনে হত্যা করা হয়েছে, তাহলে তুমি সাধ্যমত সেখান থেকে বের হয়ে যাও এবং কক্ষনো শাহী ভবনের নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা, তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে অনেক লোককে বন্দি করা হবে ও গণহত্যা চালানো হবে।[১৮]

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ حُدَيْرِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: فِي فَتْحِ رُومِيَّةَ يَخْرُجُ جَيْشٌ مِنَ الْمَغْرِبِ بِرِيحٍ شَرْقِيَّةٍ لا يَنْكَسِرُ لَهُمْ مِقْذَافٌ، وَلا يَنْقَطِعُ لَهُمْ حَبْلٌ، وَلا يَنْحَرِقُ لَهُمْ قِلْعٌ، وَلا تَنْتَقِصُ لَهُمْ قِرْبَةٌ، حَتَّى يَرْسُوا بِرُومِيَةَ فَيَفْتَحُونَهَا، قَالَ كَعْبٌ: إِنَّ فِيهَا لَشَجَرَةً هِيَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَجْلِسُ ثَلاثَةِ آلافٍ، فَمَنْ عَلَّقَ فِيهَا سِلاحَهُ، أَوْ

[১৭] মারফু, যয়িফ। সনদে দুর্বল রাবি ইবনু লাহিয়াহ রয়েছেন।
[১৮] মাওকুফ, যয়িফ।

رَبَطَ فِيهَا فَرَسَهُ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ. قَالَ كَعْبٌ: تُفْتَحُ عَمُّورِيَّةُ قَبْلَ نِيقِيَةَ، وَنِيقِيَةُ قَبْلَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةُ قَبْلَ رُومِيَّةَ.

[১৩৪১] কাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রোম এলাকা বিজয়কালীন পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে ঝড়ের গতিতে বিশাল একটি বাহিনী এগিয়ে আসবে, যাদের সঙ্গে কেউ মোকাবিলা করে বিজয়ী হতে পারবে না, কোনো বাধা তাদের পথ রোধ করতে পারবে না। কোনো কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে তাদের থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। কোনো আত্মীয়তা তাদেরকে আপন উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি করতে পারবে না। একপর্যায়ে তারা রোম এলাকা পদানত করে সেটা জয় করবে। হাদিস বর্ণনাকারী কাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন—সেখানে একটি ঐতিহাসিক গাছ থাকবে, কিতাবুল্লাহর ভাষ্য মতে, সেই গাছের ছায়ায় প্রায় তিন হাজার লোকের অবস্থান হবে। যে লোক উক্ত গাছের সঙ্গে নিজের হাতিয়ার বা তলোয়ারকে লটকিয়ে রাখবে কিংবা উক্ত গাছের সঙ্গে নিজেদের ঘোড়া বেঁধে রাখবে, তারা হবে আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বোত্তম শহিদ। অতঃপর কাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নিকিয়া নামক এলাকার আগে আম্মুরিয়াহ বিজয় হবে, নিকিয়া[১৯] নগরী জয়লাভ করা হবে ঐতিহাসিক কুস্তুনতুনিয়ার পূর্বে এবং কুস্তুনতুনিয়া জয় করা হবে রোম এলাকার পূর্বে।[২০]

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ﷺ، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسُئِلَ: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلَ: رُومِيَّةُ، أَوْ قُسْطَنْطِينِيَّةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَدِينَةُ ابْنِ هِرَقْلَ أَوَّلُ هِيَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ .

[১৩৪২] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একদা আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম, কেউ একজন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সর্বপ্রথম কোনো শহর জয়লাভ করা হবে, রোম নাকি কুস্তুনতুনিয়া? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবনুল হিরাকলের শহর অর্থাৎ কুস্তুনতুনিয়া সর্বপ্রথম জয় করা হবে। এরপর অন্য শহরের পালা আসবে।[২১]

---

[১৯] আধুনিক তুরস্কের İznik শহরের স্থানে এককালে এই শহর অবস্থিত ছিল, যা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এর প্রাচীন নাম Nicaea, এখানেই বাইবেল কোন কিতাবকে বলা হয় সে বিষয়ক নাইসিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।-সম্পাদক

[২০] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন।

[২১] মারফু, সহিহ। সুনানু দারেমি, মুসনাদে আহমাদ, মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা।

নোট: এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, মুসলমানগণ প্রথম তুরস্ক জয় করবে, তারপর ইউরোপ জয় করবে। আমাদের মাঝে একটি প্রশ্ন হয়তো দেখা দেবে। তুরস্ক কেন জয় হবে? তা তো মুসলমানদের হাতে, তার আবার বিজয় কেন? তার উত্তরে বলা যেতে পারে, হয়তোবা কিছু সময়ের জন্য এই তুরস্ক কাফেরদের হাতে চলে যাবে। আবার এ কথাও আমাদের বুঝতে হবে, আজ যদিও আমরা তুরস্ককে মুসলিমদের অধিনে বলতে পারি, তবে ইসলাম যাকে মুসলিম বা ইসলামের দেশ বা দারুল ইসলাম বলে, তুরস্ক বর্তমানে সে দাবি পূরণ করে না। দারুল ইসলাম তো তাকেই বলা হবে—যে দেশ বা ভূখন্ড ইসলামের আইন অনুসারে চলে, যদিও সেখানে একজন মুসলমানও না থাকে। আর দারুল কুফর তো তাকে বলে—যা কুফরি আইন, মানবরচিত আইন অনুসারে চলে, যদিও তার সব অধিবাসী মুসলমান হয়। বর্তমান তুরস্ক তাই দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় পড়ে না।

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ قَبَاثِ بْنِ رَزِينٍ اللَّخْمِيِّ، أَنَّ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ. وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَرَادَ أَنْ يَنْتَهِرَهُ، ثُمَّ قَالَ عَمْرٌو: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّهُمْ لأَجْبَرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، وَأَسْرَعُهُ إِفَاقَةً بَعْدَ هَزِيمَةٍ، وَخَيْرُهُ لَكَبِيرٍ وَضَعِيفٍ، وَأَمْنَعُهُ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ.

[১৩৪৩] কাবাস ইবনু রাযিন রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, একদা উলাই ইবনু রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের সময় রোমানরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকবে। এ কথা শুনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ধমক দিতে চাইলেন। এরপর আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তারা হবে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে অত্যাচারী জাতি। তারা পরাজিত হবে, মারাত্মকভাবে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হবে। সেখানে কল্যাণজনক কাজ খুবই কম থাকবে। আর তার সবচেয়ে বড় বিরত থাকা ব্যক্তি হবে যে বাদশাহদের অত্যাচার থেকে বিরত।[২২]

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، (...) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا فَارِسُ نَطْحَةٌ أَوْ نَطْحَتَانِ، ثُمَّ

[২২] মাওকুফ, সহিহ।

لا فَارِسَ بَعْدَهَا أَبَدًا، وَالرُّومُ ذَاتُ الْقُرُونِ، كُلَّمَا ذَهَبَ قَرْنٌ خَلَفَهُمْ قَرْنٌ مَكَانَهُ، أَصْحَابُ صَخْرٍ وَبَحْرٍ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ، هُمْ أَصْحَابُكُمْ مَا كَانَ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ .

[১৩৪৪] ইবনু মুহাইরিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পারসিকদের দাপট মাত্র কিছুদিন চলবে, এরপর রোমানদের মত তাদেরও আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। এ দাপট মাত্র কয়েক যুগ পর্যন্ত থাকবে। তাদের সে যুগ চলে যাওয়ার পর আরেক দল এসে তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। যারা জল-স্থলের অধিকারী হবে এবং দীর্ঘদিন বিভিন্ন ধরনের অপরাধ-অবিচার তারা করতে থাকবে। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে কল্যাণ রাখতে ইচ্ছা করেন ততদিন পর্যন্ত এরা তোমাদের প্রতিবেশী ও সঙ্গী হয়ে থাকবে। এরপর পৃথিবীতে নানান ধরনের অরাজকতা চলতে থাকবে।[২৩]

নোট: আমরা তেমনটিই দেখতে পেয়েছি। রোমানদের পারস্যও বেশিদিন টিকে থাকেনি। তাদের ক্ষমতাও চলে গেছে অন্যদের হাতে। আর তারা হল খারেজি সম্প্রদায়। যারা কিনা বর্তমানে খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، قَالَ: الَّذِي يَفْتَحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ اسْمُهُ اسْمُ نَبِيٍّ، قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: وَيُرْوَى فِي كُتُبِهِمْ، يَعْنِي الرُّومَ، أَنَّ اسْمَهُ صَالِحٌ.

[১৩৪৫] আবু কাবিল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, কোনো নবির নামের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন একজনের হাতে কুস্তনতুনিয়া নগরীর বিজয় হবে। হাদিস বর্ণনাকারী ইবনু লাহিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাদের কিতাবে লেখা রয়েছে যে, উক্ত ব্যক্তির নাম হবে সালেহ।[২৪]

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ خُثَيْمٍ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: تُفْتَحُ رُومِيَّةُ بِجِبَالِ بَيْسَانَ، وَخَشَبِ لُبْنَانَ، وَمَسَامِيرِ مَرِيسٍ، وَتَأْخُذُونَ سَكِينَةَ التَّابُوتِ فَيَقْتَرِعُ عَلَيْهَا أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ، فَتَطِيرُ لأَهْلِ مِصْرَ.

[১৩৪৬] খুসাইম আয যাইয়্যাদি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে—তিনি বলেন, বাইসানের রশি, লুবনানের লাঠি এবং মারিছের লোহার সাহায্যে গ্রীক

[২৩] মারফু, মুরসাল, যয়িফ। মুহাইরিয থেকে বর্ণনা সহিহ নয়। তবে তিনি বড় তাবেঈ ছিলেন।
[২৪] মাকতু, যয়িফ। সনদে দুর্বল রাবি ইবনু লাহিয়াহ রয়েছেন।

এলাকা জয় করা হবে। তোমরা সেখানে একটা তালাবদ্ধ কফিনপ্রাপ্ত হবে। সেটা হস্তগত করার জন্য মিশরবাসী এবং শামদেশের বাসিন্দাগণ হামলা করে বসবে। শেষ পর্যন্ত মিশরবাসীরা (তা) পেয়ে যাবে।[২৫]

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيُّ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْكَ، أَنَّكَ تَقُولُهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ: قُلْتُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَمْرٌو: لَئِنَ قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّهُمْ لأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَأَجْبَرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، وَخَيْرُ النَّاسِ لِمَسَاكِينِهِمْ وَضُعَفَائِهِمْ.

[১৩৪৭] মুস্তাউরিদ আল-কুরাশি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের সময় রোমানরা সংখ্যায় অধিক হবে। এ হাদিস বিশিষ্ট সাহাবি আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, তুমি এ কেমন হাদিস বর্ণনা করছো, এ কথাটি কি আসলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন? জবাবে মুস্তাউরিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছি হুবহু তা বর্ণনা করছি। এ কথা শুনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তুমি যা বর্ণনা করছো তা যদি সত্য হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তারা হবে ফিতনাকালীন খুবই বিচক্ষণ মানুষের অন্তর্ভুক্ত, মুসিবতের সময় অধিক অবগত লোক এবং তাদের দুর্বল-মিসকিনদের সঙ্গে উত্তম আচরণকারী।[২৬]

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ حُدَيْرِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: الْمَلاحِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ هِرَقْلَ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ، يُقَالُ لَهُ طَيَّارَةُ، قَالَ كَعْبٌ: وَأَمِيرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، يَأْتِيَهُ مَدَدُ الْيَمَنِ سَبْعُونَ أَلْفًا، حَمَائِلُ سُيُوفِهِمُ الْمَسَدُ.

[২৫] মাকতু, যয়িফ। সনদে দুর্বল রাবি ইবনু লাহিয়াহ রয়েছেন।

[২৬] মারফু, সহিহ। সহিহ মুসলিম, বাযযার, তাবরানি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন।

[১৩৪৮] কাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, হিরাকলের চতুর্থ ও পঞ্চম সন্তানদের থেকে একজনের হাতে হবে মারাত্মক যুদ্ধ, যার নাম হবে তায়্যারাহ্। হাদিস বর্ণনাকারী কাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যেদিন বনু হাশিমের একজন লোক আমিরের দায়িত্ব পালন করবেন। যেদিন ইয়ামানের দিক থেকে সত্তর হাজার জাহাজ বোঝাই করা যুদ্ধের রসদপত্র এসে পৌঁছবে। তাদের তলোয়ার হবে গাছের সঙ্গে লটকানো মাসাদ।[২৭]

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَأْدُبَةً، أَوْ مَائِدَةً، رَجُلٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَأَظُنُّ ابْنَ وَهْبٍ قَالَ: مَائِدَةً.

[১৩৪৯] আবু সালাবা খুশানি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, যখন তুমি শামদেশের বাসিন্দাকে অথবা আহলে বাইতের একজনকে খুব বেশি মেহমানদারী করতে দেখবে মূলতঃ তখনই কুস্তুনতুনিয়া জয় হবে।

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَلْحَمَةَ فَسَمَّى الْمَلْحَمَةَ مِنْ عَدَدِ الْقَوْمِ، وَأَنَا أُفَسِّرُهَا لَكُمْ: إِنَّهُ يَحْضُرُهَا اثْنَا عَشَرَ مَلِكًا، مَلِكُ الرُّومِ أَصْغَرُهُمْ وَأَقَلُّهُمْ مَقَاتِلَةً، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ الدُّعَاةُ، وَهُمْ دَعَوْا تِلْكَ الأُمَمَ وَاسْتَمَدُّوا بِهِمْ، وَحَرَامٌ عَلَى أَحَدٍ يَرَى عَلَيْهِ حَقًّا لِلإِسْلامِ أَنْ لا يَنْصُرَ الإِسْلامَ يَوْمَئِذٍ، وَلَيَبْلُغَنَّ مَدَدُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ صَنْعَاءَ الْجُنْدِ، وَحَرَامٌ عَلَى أَحَدٍ يَرَى عَلَيْهِ حَقًّا لِلنَّصْرَانِيَّةِ أَنْ لا يَنْصُرَهَا يَوْمَئِذٍ، وَلَتُمِدَّنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ الْجَزِيرَةُ بِثَلاثِينَ أَلْفَ نَصْرَانِيٍّ، فَيَتْرُكُ الرَّجُلُ فَدَّانَهُ يَقُولُ: أَذْهَبُ أَنْصُرُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَيُسَلِّطُ الْحَدِيدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، فَمَا يَضُرُّ رَجُلا يَوْمَئِذٍ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ لا يَجْدَعُ الأَنْفَ أَلا يَكُونَ مَكَانَهُ الصَّمْصَامَةُ، لا يَضَعُ سَيْفَهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى دِرْعٍ وَلا غَيْرِهِ إِلا قَطَعَهُ، وَحَرَامٌ عَلَى جَيْشٍ أَنْ يَتْرُكَ النَّصْرَ، وَيُلْقَى الصَّبْرُ عَلَى هَؤُلاءِ وَعَلَى هَؤُلاءِ، وَيُسَلِّطُ الْحَدِيدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ

[২৭] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন।

لِيَشْتَدَّ الْبَلاءُ، فَيُقْتَلُ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُلُثٌ، وَيَفِرُّ ثُلُثٌ، فَيَقَعُونَ فِي مَهِيلٍ مِنَ الأَرْضِ، يَعْنِي هَؤُلاءِ لا يَرَوْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَرَوْنَ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا، وَيَصْبِرُ ثُلُثٌ فَيَحْرُسُونَهُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، لا يَفِرُّونَ فَرَّ أَصْحَابِهِمْ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يَا أَهْلَ الإِسْلامِ، مَا تَنْتَظِرُونَ؟ قُومُوا فَادْخُلُوا الْجَنَّةَ كَمَا دَخَلَهَا إِخْوَانُكُمْ، فَيَوْمَئِذٍ يُنَزِّلُ اللَّهُ تَعَالَى نَصْرَهُ، وَيَغْضَبُ لِدِينِهِ، وَيَضْرِبُ بِسَيْفِهِ، وَيَطْعَنُ بِرُمْحِهِ، وَيَرْمِي بِسَهْمِهِ، لا يَحِلُّ لِنَصْرَانِيٍّ أَنْ يَحْمِلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ سِلاحًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَيَضْرِبُ الْمُسْلِمُونَ أَقْفَاءَهُمْ مُدْبِرِينَ، لا يَمُرُّونَ بِحِصْنٍ إِلا فُتِحَ، وَلا مَدِينَةٍ إِلا فُتِحَتْ، حَتَّى يَرُدُّوا الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَيُكَبِّرُونَ اللَّهَ وَيُقَدِّسُونَهُ وَيَحْمَدُونَهُ، فَيَهْدِمُ اللَّهُ مَا بَيْنَ اثْنَيْ عَشَرَ بُرْجًا، وَيَدْخُلُهَا الْمُسْلِمُونَ، فَيَوْمَئِذٍ يُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهَا، وَتُفْتَضُّ عِذَارُهَا، وَيَأْمُرُهَا اللَّهُ فَتُظْهِرُ كُنُوزَهَا، فَآخِذٌ وَتَارِكٌ، فَيَنْدَمُ الآخِذُ، وَيَنْدَمُ التَّارِكُ، قَالُوا: وَكَيْفَ يَجْتَمِعُ نَدَامَتُهُمَا؟ قَالَ: يَنْدَمُ الآخِذُ أَلا يَكُونَ ازْدَادَ، وَيَنْدَمُ التَّارِكُ أَلا يَكُونَ أَخَذَ، قَالُوا: إِنَّكَ لَتُرَغِّبُنَا فِي الدُّنْيَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ؟ قَالَ: إِنَّهُ يَكُونُ مَا أَصَابُوا مِنْهَا عَوْنًا لَهُمْ عَلَى سِنِينَ شِدَادٍ، وَسِنِينَ الدَّجَّالِ، قَالَ: وَيَأْتِيهِمْ آتٍ وَهُمْ فِيهَا، فَيَقُولُ: خَرَجَ الدَّجَّالُ فِي بِلادِكُمْ، قَالَ: فَيَنْصَرِفُونَ حَيَارَى فَلا يَجِدُونَهُ خَرَجَ، فَلا يَلْبَثُ إِلا قَلِيلا حَتَّى يَخْرُجَ.

[১৩৫০] কাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বিভিন্ন যুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে যা বলেছেন, আমি এখন সেগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব। প্রায় বারজন শাসকের যুগে ফিতনা সংগঠিত হবে। তাদের মধ্যে রোমান বাদশাহ হবে সর্বকনিষ্ঠ এবং তার যুগে সবচেয়ে কম যুদ্ধ হবে। কিন্তু তারাই সবচেয়ে বেশি মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত করবে, এবং এজন্য সাহায্য-সহযোগিতা করবে। হারামের দিকে নিয়ে যাবে। তখন ইসলামের কোনো সাহায্য করা হবে না। তবে যেদিন মুসলমানদের সাহায্যের লক্ষ্যে সানা এলাকার সৈন্যরা এগিয়ে আসবে, তখন খ্রিষ্টানদের সাহায্য করা হারাম হয়ে যাবে। ঐসময় জাজিরা এলাকায় ত্রিশ হাজারের বিশাল খ্রিষ্টান বাহিনীর সমাগম হবে। অন্যদিকে একলোক তাদের পক্ষ ত্যাগ করে বলবে, আমি খ্রিষ্টানদের

সাহায্য করে যাব, যার কারণে প্রত্যেকে তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। সেদিন কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তার সঙ্গে একটি ধারালো তলোয়ার থাকবে। ফলে তাকে কেউ কোনো আঘাতও করতে পারবে না। তার স্থলে একজন দালাল থাকবে, সেদিন যার উপরই তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল তাকে মারা যেতে হয়েছে। একপর্যায়ে প্রত্যেকে একে অন্যকে সাহায্য করা হারাম মনে করেছে এবং উভয়দল ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। একসময় প্রত্যেক দল অস্ত্রের মহড়া আরম্ভ করে দেয়। যাতে করে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করতে সক্ষম হয়। সেদিন মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ মারা যাবে, অন্য এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করবে। যার কারণে তার জমিন সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত হবে, যেখান থেকে কখনো জান্নাত তো দেখবেনা, এমনকি জান্নাতীদেরকেরও দেখতে পাবে না। আরেক তৃতীয়াংশ ধৈর্য্যধারণ করবে, তাদের লাগাতার তিনদিন পর্যন্ত পাহারা দিয়ে রাখা হবে। তাদের কেউ পলায়নকারী সাথীদের মত পলায়ন করবেনা। তৃতীয় দিন হলে তাদের একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলবে—হে মুসলমানগণ! তোমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছো, দাঁড়াও এবং তোমাদের সাথীদের ন্যায় জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হও। যখন তারা এভাবে এগিয়ে যাবে তখনই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নুসরাত বা সাহায্য আসবে। আল্লাহ তায়ালা খ্রিষ্টানদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকবেন। যার কারণে তাদেরকে তীর, তলোয়ার ও বল্লম দ্বারা হত্যা করা হবে। এরপর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো খ্রিষ্টানদের পক্ষে অস্ত্রধারণ করার আর কারো সাহস থাকবে না। তাদেরকে মুসলমানরা যেখানে পাবে সেখানে হত্যা করতে থাকবে। যেদিন সব কেল্লা এবং শহর মুসলমানগণ জয় করবে। এভাবে জয় করতে করতে একসময় কুস্তনতুনিয়া নগরীতে এসে পৌঁছবে। অতঃপর সকলে আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব, পবিত্রতা ও প্রশংসা করতে থাকবে। ফলে সেখানে বারোটি বুরুজ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সেখানে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করবে। সেখানের যুবকদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হবে। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশক্রমে সেখানে থাকা ধনভান্ডার খুলে দেওয়া হলে যার যা ইচ্ছা তা গ্রহণ করতঃ বাকিগুলো রেখে দেওয়া হবে। উক্ত ভান্ডার থেকে সম্পদ গ্রহণকারী এবং বর্জনকারী উভয়দল লজ্জিত হবে।

এ কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে সকলে বলে উঠলো, উভয় গ্রুপের লজ্জা কীভাবে জমা হবে। জবাবে বলা হবে, সম্পদ গ্রহণকারীরা চিন্তিত ও লজ্জিত হবে, কেন আরও গ্রহণ করল না! অন্যদিকে বর্জনকারীগণও গ্রহণ না করার কারণে খুবই পেরেশান হয়ে যাবে এজন্য যে, কেনো গ্রহণ করলো না। এ কথা শুনে সকলে বলল—নিঃসন্দেহে আপনি আখেরি যামানায় দুনিয়ার প্রতি আন্তরিক হয়ে যাবেন।

জবাবে তিনি বললেন, এটাও অবশ্যই শাদ্দাদ এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের বৎসরগুলোতে সাহায্য করার উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে। ঐসময় হঠাৎ প্রকাশ পাবে তোমাদের শহরে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। একথা শুনে সকলে নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে দেখতে পাবে যে, সংবাদটি ডাহা মিথ্যা বলেছে। তবে এর জন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না, বরং দ্রুত দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।[২৮]

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو فِرَاسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَمُوسَى بْنُ نُصَيْرٍ، وَعِيَاضُ بْنُ عُقْبَةَ، وَذَكَرُوا فَتْحَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَذَكَرُوا الْمَسْجِدَ الَّذِي يُبْنَى فِيهَا، فَقَالَ أَبُو فِرَاسٍ: إِنِّي لأَعْرِفُ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُبْنَى فِيهِ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ نُصَيْرٍ: إِنِّي لأَعْرِفُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ عُقْبَةَ: يَضَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَدِيثَهُ فِي أُذُنِي، فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: أَصَبْتُمَا كِلاكُمَا، قَالَ أَبُو فِرَاسٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: إِنَّكُمْ سَتَغْزُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ ثَلاثَ غَزَوَاتٍ، فَأَمَّا أَوَّلُ غَزْوَةٍ فَتَكُونُ بَلاءً، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَتَكُونُ صُلْحًا، حَتَّى يَبْنِي الْمُسْلِمُونَ فِيهَا مَسْجِدًا، وَيَغْزُونَ مِنْ وَرَاءِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالتَّكْبِيرِ، فَيَخْرَبُ ثُلُثُهَا، وَيَحْرِقُ اللَّهُ ثُلُثَهَا، وَتَقْسِمُونَ الثُّلُثَ الْبَاقِي كَيْلا.

[১৩৫১] আবু কাবিল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আবু ফিরাস, মুসা নুসাইর এবং ইয়াজ ইবনু উকবা রাহিমাহুল্লাহ এক স্থানে জমায়েত হয়ে কুস্তনতুনিয়া এবং সেখানে স্থাপিত মসজিদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। মুসা ইবনু নুসাইর বলেন—নিঃসন্দেহে আমি সে স্থান সম্বন্ধে অবগত। ইয়াজ ইবনু উকবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উভয় দলের প্রত্যেকে আমাকে কথাটির কথা বলেছে, অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা উভয়দলই সঠিক কাজ করবে। হাদিস বর্ণনাকারী আবু ফিরাস বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই তোমরা কুস্তনতুনিয়া এলাকাটিতে মোট তিনবার যুদ্ধ করবে। প্রথমবার হবে বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবতের মাধ্যমে, দ্বিতীয় দফা হবে

[২৮] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন।

চুক্তির মাধ্যমে। এমনকি সেখানে মুসলমানরা একটি মসজিদও প্রতিষ্ঠা করবে এবং অন্য এলাকায় যুদ্ধ করে নিরাপদে কুস্তনতুনিয়া ফিরে আসবে। তৃতীয় দফা যুদ্ধের মাধ্যমে হবে, যেটা আল্লাহ তায়ালা জয় করার ব্যবস্থা করবেন। মূলতঃ কুস্তনতুনিয়া জয় হবে তাকবিরের মাধ্যমে। অতঃপর তার এক তৃতীয়াংশ ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে, আরেক তৃতীয়াংশ আল্লাহ তায়ালা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিবেন, অন্য এক তৃতীয়াংশের সম্পদকে তোমরা নিজেদের মাঝে সমানভাগে বণ্টন করবে।

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ يَوْمًا، فَذَكَرُوا فَتْحَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَرُومِيَّةَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: تُفْتَحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ قَبْلَ رُومِيَّةَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تُفْتَحُ رُومِيَّةُ قَبْلَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بِصُنْدُوقٍ لَهُ فِيهِ كِتَابٌ، فَقَالَ: تُفْتَحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ قَبْلَ رُومِيَّةَ، ثُمَّ تَغْزُونَ رُومِيَّةَ بَعْدَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ فَتَفْتَحُونَهَا، وَإِلا فَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ، يَقُولُهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

[১৩৫২] উমাইর ইবনু মালেক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমরা একদিন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ইস্কান্দারিয়া এলাকায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে কুস্তনতুনিয়া এবং রোমান এলাকার বিজয় নিয়ে আলোচনা করা হলে কেউ কেউ বললেন, কুস্তনতুনিয়া এলাকা রোমের আগে জয় করা হবে, আবার কেউ বলেন, না রোম আগে বিজয় করা হবে, এরপর হবে কুস্তনতুনিয়া, এসব শুনে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি বাক্স আনতে বললেন, যার মধ্যে লিখিত কিছু কাগজপত্র ছিল। এসব দেখে তিনি বললেন, রোমের পূর্বে কুস্তনতুনিয়া জয় করা হবে। এরপর মূলতঃ রোম বিজয় করা হবে। না হলে আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু মিথ্যাবাদিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন।

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الأَسْلَمِيِّ، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَنَّ ابْنَ مُوَرِّقٍ، يَعْنِي مَلِكَ الرُّومِ، يَأْتِي فِي ثَلاثِ مِائَةِ سَفِينَةٍ حَتَّى يَرْسُوَ بِسِرِسْنَا.

[১৩৫৩] ইয়াযিদ ইবনু যিয়াদ আল-আসলামি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে ইবনুল মুওয়াররেক, অর্থাৎ

রোমান বাদশাহ তিনশত জাহাজের সাহায্যে বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে সিরসিনা[২৯] এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।[৩০]

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: وَأَخْبَرَنِي بَشِيرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: الْمَلْحَمَةُ وَالإِسْكَنْدَرِيَّةُ عَلَى يَدَيْ طَبَارِسَ بْنِ أَسْطِينَانَ بْنِ الأَخْرَمِ، إِذَا نَزَلَ مَرْكَبٌ بِالْمَنَارَةِ لَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَرْبَعُ مِائَةِ مَرْكَبٍ، ثُمَّ أَرْبَعُ مِائَةٍ حَتَّى يَنْزِلُوا عِنْدَ الْمَنَارَةِ.

[১৩৫৪] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধ সংগঠিত হবে তাবারিছ ইবনু আসতিনান ইবনুল আখরামের হাতে। দিনের দুপুরে যে মিনারের প্রান্তে অবতরণ করবে, যেখানে থাকবে চারশত সৈন্য, অতঃপর আরো চারশত সৈন্য আসবে। সকলে এসে মিনারের প্রান্তে অবতরণ করবে, যেখানে থাকবে চারশত সৈন্য, অতঃপর আরো চারশত সৈন্য আসবে। সকলে এসে মিনারের প্রান্তে অবতরণ করবে।[৩১]

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْعَتِيقَانِ: عَتِيقُ الْعَرَبِ وَعَتِيقُ الرُّومِ، كَانَتْ عَلَى أَيْدِيهِمَا الْمَلاحِمُ.

[১৩৫৫] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন দুই আতিক দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে, অর্থাৎ আতিকুল আরব এবং আতিকুর রোম, তখন তাদের হাতে মূলতঃ যুদ্ধ সংগঠিত হবে।[৩২]

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّجْمِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ ﷺ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَيَكُونُ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ رَجُلٌ

[২৯] মিসরের একটা এলাকা।—সম্পাদক।

[৩০] মাকতু, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছে। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

[৩১] মাকতু, যয়িফ। সনদে দুর্বল বর্ণনাকারী ইবনু লাহিয়াহ আছেন।

[৩২] মাকতু, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

أَخْنَسُ بِمِصْرَ، يَلِي سُلْطَانًا فَيُغْلَبُ عَلَى سُلْطَانِهِ، أَوْ يُنْزَعُ مِنْهُ، فَيَفِرُّ إِلَى الرُّومِ، فَيَأْتِي بِالرُّومِ إِلَى أَهْلِ الإِسْلامِ، فَذَلِكَ أَوَّلُ الْمَلاحِمِ.

[১৩৫৬] আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলতে শুনেছি, বনু উমাইয়ায় নাক চ্যাপটা বিশিষ্ট একজন লোক থাকবে, যে মিশরে অবস্থান করবে। সে শাসনভার গ্রহণ করবে এবং অন্য একজন শাসককে পরাজিত করবে। একসময় তার থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হলে সে রোমান এলাকায় পলায়ন করবে এবং কিছুদিন পর তাদের প্ররোচিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে উৎসাহিত করবে। এটাই হবে সর্বপ্রথম যুদ্ধ।[৩৩]

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ لَوْ شِئْتُ نَعَتُّهُ حَتَّى إِذَا رُئِيَ بِنَعْتِهِ عُرِفَ، يَفِرُّ إِلَى الرُّومِ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا، يُغْلَبُ عَلَى سُلْطَانِهِ بِمِصْرَ، أَوْ يُنْتَزَعُ مِنْهُ، فَيَأْتِي بِالرُّومِ إِلَيْهِمْ.

[১৩৫৭] উরওয়া ইবনু আবু কাইছ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, বনু উমাইয়ার এক লোক, আমি ইচ্ছা করলে তার প্রশংসা করতে পারি, তার অবস্থা এমন হবে—বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারের মাধ্যমে তাকে চেনা যাবে। মিশরের শাসনক্ষমতা তার হাতে থাকা অবস্থায় সেখানের এক গণআন্দোলনের মুখে সে শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে মিশর ত্যাগ করে রোমান এলাকায় আশ্রয় নিবে। কিছুদিন পর রোমানদের সহযোগিতায় তাদেরকে মিশরের শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য উৎসাহিত করবে। এ যুদ্ধই হবে মূলতঃ প্রথম যুদ্ধ।[৩৪]

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: سَمِعْتُ خُثَيْمًا الزِّيَادِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ تُبَيْعًا، يَقُولُ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رُومِيَّةَ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْجَزِيرَةَ الَّتِي بِالْفُسْطَاطِ بُنِيَ فِيهَا سُفُنٌ، أَوْ قَالَ: سَفِينَةٌ، خَشَبُهَا مِنْ لُبْنَانَ، وَحِبَالُهَا مِنْ مِيسَانَ، وَمَسَامِيرُهَا مِنْ مَرِيسٍ، ثُمَّ أُمِرَ بِجَيْشٍ فَغَزَوْا فِيهَا، لا يَنْقَطِعُ لَهُمْ حَبْلٌ،

[৩৩] মারফু, মুআল্লাক, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

[৩৪] মাকতু, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

وَلا يَنْكَسِرُ لَهُمْ عَمُودٌ، فَإِنَّهُمْ يَفْتَتِحُونَ رُومِيَّةَ، وَيَأْخُذُونَ تَابَوتَ السَّكِينَةِ، فَيَتَنَازَعُ التَّابُوتَ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ، أَيُّهُمْ يَرُدُّهَا إِلَى إِيلِيَاءَ، ثُمَّ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهَا، فَيُصِيبُ أَهْلُ مِصْرَ بِسَهْمِهِمْ، فَيَرُدُّونَهَا إِلَى إِيلِيَاءَ. قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، فَقَالَ: يَغْزُونَهَا رِجَالٌ يَبْكُونَ، وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَى اللَّهِ ﷻ، فَإِذَا نَزَلُوا بِهَا صَامُوا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَيَدْعُونَ اللَّهَ، وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِ، فَيَهْدِمُ اللَّهُ جَانِبَهَا الشَّرْقِيَّ، فَيَدْخُلُهَا الْمُسْلِمُونَ وَيَبْنُونَ فِيهَا الْمَسَاجِدَ.

[১৩৫৮] খুসাইমা যায়াদি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি একদিন তুবাঈকে রোমানদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যখন তুমি দেখবে জাজিরায় স্থাপনকৃত তাবুগুলোতে জাহাজ বানানো হচ্ছে, যার কাঠ হবে লেবাননের, বাঁধার রশি হবে মিসান এলাকার এবং তার লোহাগুলো হচ্ছে মারীসের প্রস্তুতকৃত। এরপর তার সৈন্যদলকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলবেন। এ কথা শুনে তারা যুদ্ধ করতে থাকবে। তবে এ যুদ্ধে কোনো বাধা অতিক্রম করতে পারবে না এবং কোনো খুঁটি ভাঙ্গতে সক্ষম হবে না। যেহেতু তারা রোমান এলাকা জয় করবে এবং তারা তাবুতে সাকিনাহ নিয়ে শাম ও মিশরবাসীরা ঝগড়া করবে। তারা সেটাকে ইলিয়া নামক এলাকায় পৌঁছে দিবে, অতঃপর লটারীর ব্যবস্থা করবে, এই কারণে মিশরবাসীদের উপর বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবত আসতে থাকবে। অতঃপর তারাও সেটাকে ইলিয়াবাসীদেরকে ফেরৎ দিবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি তাকে কুস্তনতুনিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যেখানে কিছু লোক যুদ্ধ করবে, যারা কান্নাকাটি করবে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি কাকুতি-মিনতি করতে থাকবে। তারা সে এলাকায় পৌঁছলে তিনদিন পর্যন্ত রোযা রাখবে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করতে থাকবে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিনয়ী হবে। ফলে উক্ত এলাকার পূর্বপার্শ্বের বিশাল এক অংশ ধ্বসে পড়বে, সেখান দিয়ে মুসলমানগণ প্রবেশ করতে থাকবে এবং সেখানে অনেকগুলো মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হবে।[৩৫]

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: يَسِيرُ مِنْكُمْ جَيْشٌ إِلَى رُومِيَّةَ فَيَفْتَتِحُونَهَا، وَيَأْخُذُونَ حِلْيَةَ

[৩৫] মাকতু, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَتَابُوتَ السَّكِينَةِ، وَالْمَائِدَةَ، وَالْعَصَا، وَحُلَّةَ آدَمَ، فَيُؤَمَّرُ عَلَى ذَلِكَ غُلامٌ شَابٌّ فَيَرُدُّهَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

[১৩৫৯] রবিয়া ইবনুল ফারিসি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে রোমানদের এলাকায় প্রবেশ করবে এবং সে এলাকা জয় করবে। এরপর বায়তুল মোকাদ্দাসের গচ্ছিত অলংকার থাকার বাক্স, লাঠি, দস্তরখানা এবং আদম আলাইহিস সালামের জামাজোড়া আত্মসাৎ করে নিবে। অতঃপর একজন যুবককে নির্দেশ দিলে সেগুলোকে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফেরৎ দিয়ে আসবে।[৩৬]

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ جُنْدُبًا، حَدَّثَهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرْمَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: لَتَخْفِقَنَّ جِعَابُ الرُّومِ فِي أَزِقَّةِ إِيلِيَاءَ. قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَلَيْسَ قَدْ أُخْرِبَتْ مَرَّةً؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى لا يَكُونَ لَهُمْ مِنَ الرِّيفِ مَجْرَى سِكَّةٍ، قَالَ: يَقُولُ الرُّومُ: حَتَّى مَتَى يَأْكُلُ هَؤُلاءِ مِنْ أَطْرَافِ رِيفِكُمْ؟ قَالَ: فَيَقُومُ خُطَبَاؤُكُمْ، فَيَقُولُ بَعْضُكُمْ: اصْبِرُوا وَاسْتَأْخِرُوا عَنْ عَدُوِّكُمْ حَتَّى تَرَوْا رَأْيَكُمْ، وَيَقُولُ بَعْضُكُمْ: بَلْ تَقَدَّمُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَيَذْهَبُ مِنْكُمْ طَائِفَةٌ، وَيُقْبِلُ إِلَيْهِمْ طَائِفَةٌ، فَيَقْتَتِلُونَ بِوَادٍ فِيهِ نَهَرُ مَاءٍ، فَقُلْتُ: أَنَا عَرَفْتُ الْوَادِي فَلَيْسَ فِيهِ مَاءٌ، إِلا أَنَّ بِهِ نَهْرًا. قَالَ: إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهُ أَظْهَرَهُ، قَالَ: فَيَهْزِمُهُمُ اللَّهُ. قَالَ: فَيَسِيرُونَ لا يَرُدُّهُمْ أَحَدٌ، وَتَغْلُو الْبِغَالُ يَوْمَئِذٍ غَلاءً لَمْ تَغْلُ قَطُّ مِثْلَهُ، وَلا تَغْلُو أَبَدًا، حَتَّى يَبْلُغُوا الْمَدِينَةَ وَقَدْ ذَهَبَ النَّهَارُ مِنْهَا بِطَائِفَةٍ، وَيَبْقَى طَائِفَةٌ فَيَفْتَحُونَهَا، وَيَأْخُذُ كُلُّ قَوْمٍ عَلَى جَهَتِهِمْ.

[১৩৬০] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, ইলিয়া নামক এলাকার অলি-গলিতে রোমানদের হৃদয়ে মারাত্মকভাবে কম্পন সৃষ্টি হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, সেটা কি প্রথমে একবার ধ্বংস হয়ে যায়নি? তিনি জবাব দিলেন—হ্যাঁ, ফলে তাদের কোনো যাতায়াতের রাস্তা থাকবে

[৩৬] মাকতু, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

না। তিনি বলেন, রোমানরা বলবে, এটা ঐসময় পর্যন্ত চলবে, যতক্ষণ না তোমাদের পর্বতের বিভিন্ন অংশ থেকে খেতে থাকবে। অতঃপর তোমাদের খতিব দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর তোমাদের কতক লোক বলবে—তোমরা কিছুক্ষণ ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং কিছু সময়ের জন্য তোমরা একটু পিছু হটতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদের পতাকা দেখতে পাবে। আবার তোমাদের কেউ কেউ বলবে, বরং দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যাও। যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমাদের এবং তাদের মাঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করবেন। তোমাদের একদল বের হয়ে যাবে এবং আরেকদল তাদের দিকে এগিয়ে এসে পানিবিশিষ্ট একটি এলাকায় এসে যুদ্ধ করবে। তার কথা শুনে আমি বললাম, আমি এমন এক এলাকা সম্বন্ধে জানি, যেখানে কোনো পানি নেই, তবে সেখানে একটি নদী রয়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা যদি তাকে প্রকাশ করতে চান, তাহলে অবশ্যই প্রকাশ করবেন, তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরাজিত করবেন। এভাবে তারা চলতে থাকবে, কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারবে না এবং সেদিন খচ্চরসহ অনেক পশুর দাম বৃদ্ধি পাবে। অথচ ইতিপূর্বে এমন বৃদ্ধি কোনো সময় হয়নি। একপর্যায়ে তারা একটি শহরে প্রবেশ করবে এবং দিনের মধ্যে একটি দল চলে গেলেও অন্য দল বাকি থাকবে। অতঃপর ঐ শহরও তারা জয় করবে এবং প্রত্যেক বাহিনী নিজেদের সামনের দিকে চলতে থাকবে।[৩৭]

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَوْذَرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ تُبَيْعٍ، قَالَ: الَّذِي يَهْزِمُ الرُّومُ يَوْمَ الأَعْمَاقِ هُوَ خَلِيفَةُ الْمَوَالِي.

[১৩৬১] তুবাঈ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমাকের দিন রোমানদেরকে মিত্রসেনাদের খলিফা পরাজিত করবেন।[৩৮]

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: ثُمَّ يَبْعَثُ الرُّومُ يَسْأَلُونَكُمُ الصُّلْحَ فَتُصَالِحُونَهُمْ، فَيَوْمَئِذٍ تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ الدَّرْبَ إِلَى الشَّامِ آمِنَةً، وَتُبْنَى مَدِينَةُ قَيْسَارِيَةَ الَّتِي بِأَرْضِ الرُّومِ.

---

[৩৭] মাওকুফ, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

[৩৮] মাওকুফ, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

[১৩৬২] কাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, অতঃপর রোমানরা তোমাদের কাছে সন্ধি করার প্রস্তাব নিয়ে পাঠাবে, ফলে তোমরা তাদের সঙ্গে চুক্তি আবদ্ধ হবে। তখন মানুষ এতো বেশি নিরাপত্তা অনুভব করবে যে, একজন মহিলা নিরাপদে একাকি শামের রাস্তা দিয়ে চলতে থাকবে, রোমানদের এলাকায় কায়সারিয়্যাহ নামক একটি শহর প্রতিষ্ঠা করা হবে।[৩৯]

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَوْذَرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ تُبَيْعٍ، قَالَ: بَيْنَ خَرَابِ رُوذِسَ وَبَيْنَ خُرُوجِ الْهَاشِمِيِّ سَبْعُونَ سَنَةً.

[১৩৬৩] তুবাঈ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রুজিছ-এর ধ্বংস হওয়া এবং হাশেমির আত্মপ্রকাশের মাঝখানে সত্তর বৎসরের ব্যবধান রয়েছে।[৪০]

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْعَتِيقَانِ: عَتِيقُ الْعَرَبِ، وَعَتِيقُ الرُّومِ، كَانَتْ عَلَى أَيْدِيهِمَا الْمَلاحِمُ.

[১৩৬৪] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দুই আতিক অর্থাৎ, আতিকুল আরব ও আতিকুর রোম যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তাহলে তাদের উভয়ের হাতে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ সংগঠিত হবে।[৪১]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ. قَالَ: مَدِينَةٌ تُفْتَحُ بِالرُّومِ.

[১৩৬৫] ইকরিমা কিংবা সাঈদ ইবনু যুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তায়ালার নিম্নের আয়াত لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, মদিনার একটি শহর কুস্তুনতুনিয়া, যেটাকে রোমানরা (ইউরোপ) জয় করবে।[৪২]

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَأَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الأُمْلُوكِيِّ، عَنْ كَعْبٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ

[৩৯] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন।
[৪০] মাকতু, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।
[৪১] মারফু, যয়িফ। সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।
[৪২] মাকতু, সহিহ।

لَفِيفًا.الآيَةَ، قَالَ: سِبْطَانِ مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، يَقْتَتِلُونَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ الْعُظْمَى، فَيَنْصُرُونَ الإِسْلامَ وَأَهْلَهُ، ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ، وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا .الآيَةَ.

[১৩৬৬] কাব রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর বক্তব্য فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا সম্বন্ধে বলেন—বনি ইসরাইলের এক অংশ মহাযুদ্ধের দিন তারা মারাত্মক গণহত্যা চালাবে। অতঃপর মুসলমান এবং আহলে ইসলামকে সাহায্য করা হবে। তখন কাব রাহিমাহুল্লাহ নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন- وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا.

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: فِي فِلَسْطِينَ وَقْعَتَانِ فِي الرُّومِ، تُسَمَّى إِحْدَاهُمَا الْقِطَافَ، وَالأُخْرَى الْحَصَادَ.

[১৩৬৭] কাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন—ফিলিস্তিন এলাকায় রোমানদের সঙ্গে দুইটি ঘটনা সংগঠিত হবে। একটি হচ্ছে—কিতাফের ঘটনা, আর অপরটির নাম হচ্ছে—আল-হাসাদ।[৪৩]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: يَفْتَتِحُونَ رُومِيَّةَ حَتَّى يُعَلِّقَ أَبْنَاءُ الْمُهَاجِرِينَ سُيُوفَهُمْ بِلَبَخَاتِ رُومِيَّةَ، فَيَقْفُلُ الْقَافِلُ مِنَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ قَفَلَ.

[১৩৬৮] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, তারা রোমানদের এলাকা জয় করার পর মুহাজিরদের সন্তানগণ নিজেদের তলোয়ার রোম এলাকায় লটকিয়ে রাখবেন। এদিকে কুস্তনতুনিয়া থেকে আগত জনৈক লোক তাদেরকে তালাবদ্ধ করে রাখবে। কিছুক্ষণ পর তারা বুঝতে পারবে যে, তাদেরকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।[৪৪]

[৪৩] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন।
[৪৪] মাওকুফ, সহিহ।

قَالَ ابْنُ عَيَّاشٍ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَنْسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ كَعْبًا، يَقُولُ: لَوْلا مَنْ بِرُومِيَةَ مِنَ الْخَلْقِ لَسَمِعَ لِمَمَرِّ الشَّمْسِ فِي السَّمَاءِ جَرًّا كَجَرِّ الْمِنْشَارِ.

[১৩৬৯] আব্দুল মালিক ইবনু উমাইর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাকে কাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে শুনেছেন এমন একজন বর্ণনা করেছেন। কাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন—যদি রোমানদের মাঝে ভালো চরিত্রের অধিকারী কেউ থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে আসমানে চলমান সূর্যের আওয়াজ শুনতে পেত। যেমন কোথাও কোনো বস্তু কাটতে গিয়ে করাত চালানোর আওয়াজ শুনা যায়।[৪৫]

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ وَأَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ وَضَمْرَةِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: تَجْلِبُ الرُّومُ عَلَيْكُمْ فِي الْبَحْرِ مِنْ رُومِيَّةَ إِلَى رَمَانِيَةَ، فَيَحِلُّونَ عَلَيْكُمْ بِسَاحِلِكُمْ بِعَشَرَةِ آلافِ قِلْعٍ، فَيَسْكُنُونَ مَا بَيْنَ وَجْهِ الْحِجْرِ إِلَى يَافَا، وَيَنْزِلُ حَدُّهُمْ وَجَمَاعَتُهُمْ بِعَكَّا، فَيَنْفِرُ أَهْلُ الشَّامِ إِلَى مَوَاخِيرِهِمْ فَيُفَلُّوا، فَيَبْعَثُونَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَيَسْتَمِدُّونَهُمْ فَيُمِدُّونَهُمْ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا، حَمَائِلُ سُيُوفِهِمُ الْمَسَدُ، فَيَسِيرُونَ حَتَّى يَحِلُّوا بِعَكَّا، وَبِهَا حَدُّ الْقَوْمِ وَجَمَاعَتُهُمْ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمْ فَيَقْتُلُونَهُمْ، وَيَتْبَعُونَهُمْ حَتَّى يَلْحَقَ مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ بِالرُّومِ، وَيَقْتُلُونَ مَنْ سِوَاهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ الْمَلْحَمَةَ الْكُبْرَى بِالْعَمْقِ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّصْرَانِيَّةِ جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ حَتَّى لا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا مَدَّ أَهْلَ الْعَمْقِ، وَيَسِيرُ إِلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ حَدُّهُمْ وَجَمَاعَتُهُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ الَّذِينَ قَدِمُوا إِلَى عَكَّا، فَيَقْتَتِلُونَ قِتَالا شَدِيدًا، وَيُسَلَّطُ الْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدِ، فَلا تَجْبُنْ يَوْمَئِذٍ حَدِيدَةٌ، فَيُقْتَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الثُّلُثُ، وَيُلْحَقُ بِالْعَدُوِّ مِنْهُمْ كَثْرَةٌ، وَتَخْرُجُ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ تَاهَ، فَلَمْ يَزَلْ تَائِهًا حَتَّى يَمُوتَ، فَمَنْ جَبُنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَخْرُجَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ لِيَأْمُرْ

[৪৫] মাকতু, মুআল্লাক, যয়িফ।

بِإِكَافِهِ فَلْيُوضَعْ عَلَيْهِ، وَلْتُوضَعْ عَلَيْهِ جَوَالِيقُهُ مِنْ فَوْقِ الإِكَافِ، ثُمَّ يَتَدَاعَى النَّاسُ إِلَى الصُّلْحِ، فَيَقُولُونَ : يَلْحَقُ أَهْلُ الْيَمَنِ بِيَمَنِهِمْ، وَيَلْحَقُ قَيْسُ بِبَدْوِهِمْ، فَيَقُومُ الْمُحَرَّرُونَ فَيَقُولُونَ : فَنَحْنُ إِلَى مَنْ نَلْحَقُ؟ أَنَلْحَقُ بِالْكُفْرِ؟ فَيَقُومُ رَئِيسُ الْمُحَرَّرِينَ ثُمَّ يُحَرِّضُ قَوْمَهُ، فَيَحْمِلُ عَلَى الرُّومِ فَيَضْرِبُ هَامَةَ رَئِيسِهِمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَفْلِقَ هَامَتَهُ، وَيَشْتَعِلُ الْقِتَالُ، وَيُنَزِّلُ اللَّهُ الْفَتْحَ عَلَيْهِمْ فَيَهْزِمُهُمُ اللَّهُ، فَيُقْتَلُونَ فِي كُلِّ سَهْلٍ وَجَبَلٍ، حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِالشَّجَرِ وَالْحَجَرِ، فَيَقُولُ : أَيَا مُؤْمِنُ، هَذَا كَافِرٌ خَلْفِي فَاقْتُلْهُ.

[১৩৭০] আবু যাহিরিয়্যাহ এবং জামরাহ ইবনু হাবিব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তারা উভয়জন বলেন, রোমানরা রোম থেকে রোমানিয়া পর্যন্ত এলাকার লোকজনকে সমুদ্র পথে তোমাদের প্রতি এক প্রকার টেনে নিয়ে আসবে। যার কারণে তারা তোমাদের এলাকার দশ হাজার সৈন্যের সমাগমের মাধ্যমে দখল করে নিবে, তারা হিজর এবং ইয়াফা নগরীর মাঝখানে অবস্থান করতে থাকবে। তাদের সর্বশেষ দল এবং জামাআত আক্কা নগরীতে ছাউনি ফেলবে। যার কারণে শামবাসীরা সর্বশেষ সীমানায় পলায়ন করবে। তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকবে। একপর্যায়ে সাহায্য চেয়ে ইয়ামানবাসীদের কাছে লোক পাঠানো হবে, তারাও চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। প্রত্যেকের তলোয়ার খেঁজুর গাছের আঁশের সঙ্গে লটকানো থাকবে। এরপর তারা আক্কা নামক এলাকায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে, সেখানেই হবে তাদের এবং তাদের দলের সর্বশেষ সীমানা। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং তাদেরকে হত্যা করা হবে। তাদের পিছু নিয়ে রোমান এলাকা পর্যন্ত ধাওয়া করা হয়। এছাড়া অন্যদেরকে হত্যা করা হয়, তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা আমাক এলাকার বড় যুদ্ধে শরিক হয়েছে। একপর্যায়ে শাম দেশে অবস্থানরত প্রত্যেক খ্রিষ্টান এক স্থানে জমায়েত হয়, তারা এমনভাবে একত্রিত হয়, শামের কোথাও আর কোনো খ্রিষ্টান থাকবে না, বরং গোটা আমাক এলাকা যেন খ্রিষ্টানদের দখলে চলে যাবে। তাদের প্রতি মুসলমান এগিয়ে আসবে, তাদের প্রত্যেকে ইয়ামানবাসীদের যারা আক্কা নামক স্থানের দিকে চলে গিয়েছিল সেদিকে যাবে, তাদের সঙ্গে দখলদার খ্রিষ্টানদের ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। সর্বক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার স্থাপন করা হবে। যেদিন অস্ত্রধারী কেউ কোনো প্রকারের কাপুরুষতা দেখাবে না। মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ শহিদ হয়ে যাবে, বিরাট একটা অংশ দুশমনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে, এবং অন্য আরেক অংশ বের হয়ে

যাবে। মুসলমানদের সৈন্যদল থেকে যারা বের হয়ে যাবে, তারা মৃত্যু পর্যন্ত আফসোস করতে থাকবে। সেদিন যেসব মুসলমান কাপুরুষতা প্রদর্শনপূর্বক বের হয়ে যাবে, তারা যেন জমিনের উপর শুয়ে থাকবে। অতঃপর তার উপর ইকাফ রাখার নির্দেশ দেওয়া হবে, যেন ইকাফের উপর থেকে তার মাথার উপর ফেলা হয়। এরপর লোকজনকে চুক্তি করার জন্য আহ্বান করা হলে তারা বলবে, ইয়ামানবাসীরা তো ইয়ামান চলে গিয়েছে, কায়স গোত্রের লোকজন গ্রামে ফেরৎ গিয়েছে। একপর্যায়ে মুহাব্বিরগণ দাঁড়িয়ে বলতে থাকবে, আমরা কুফরি গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। এ কথা শুনে তাদের সর্দার দাঁড়িয়ে যাবে এবং তার গোত্রের লোকজনকে উৎসাহিত করবে, যেন রোমানদের উপর হামলা করা হয়। তখনই তাদের দলনেতার মাথার উপরিভাগে তলোয়ার দ্বারা মারাত্মকভাবে আঘাত করা হলে তার মাথা দুইভাগ হয়ে যাবে। এ অবস্থা দেখে সকলের মাঝে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর সাহায্য আসবে, তারা বিজয়ী হবে। রোমানরা পরাজিত হবে। ঐ দিন পরাজিত সৈন্যদেরকে পাহাড়, পর্বত, অলি-গলির যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে। যার কারণে তাদের অনেকেই গাছ, পাথর ইত্যাদির পিছনে আত্মগোপন করে থাকবে। তখনই ঐ গাছ, পাথর বলবে, হে মুমিন! আমার পিছনে কাফের রয়েছে, তাকে হত্যা করা হোক।[৪৬]

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَالْحَكَمُ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مُهَاجِرٍ الأَزْدِيِّ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: طُوبَى يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ الْعُظْمَى لِحِمْيَرَ وَالْحَمْرَاءِ، وَاللَّهِ لَيُعْطِيَنَّهُمُ اللَّهُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ، وَإِنْ كَرِهَ النَّاسُ.

[১৩৭১] কাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, হিমইয়ার এবং হামরাবাসীর জন্য মহাযুদ্ধের দিন খুবই সুসংবাদ। আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয়টা দান করবেন, যদিও লোকজন সেটাকে অপছন্দ করে।[৪৭]

---

[৪৬] মাকতু, যয়িফ। সনদে আবু বকর ইবনু আবি মারইয়াম রয়েছেন। ইমাম নাসাঈ, আবু যুরআহ, আহমাদ ইবনু হাম্বল ও আবু হাতিম তাকে দুর্বল বলেছেন। দারুকুতনি তাকে মাতরুক বলেছেন।

[৪৭] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন।